স্বাস্থ্যের সাবেক ডিজিকে আজও জিজ্ঞাসাবাদ চলছে দুদকে

করোনাভাইরাস সংক্রমণের সময় মাস্ক-পিপিইসহ নানা অনিয়ম-দুর্নীতির ঘটনায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক (ডিজি) আবুল কালাম আজাদকে আজও জিজ্ঞাসাবাদ করছে দুদক।

দুদক পরিচালক শেখ মো. ফানাফিল্লাহর নেতৃত্বে অনুসন্ধানকারী দলের সদস্যরা আজ বৃহস্পতিবার (১৩ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন।

নিম্নমানের মাস্ক, পিপিই ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সরঞ্জাম কেনাকাটায় দুর্নীতির অভিযোগ ছাড়াও প্রতারক সাহেদের রিজেন্ট হাসপাতালের সঙ্গে করোনাভাইরাসের নমুনা সংগ্রহ ও চিকিৎসার বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের চুক্তির প্রসঙ্গেও তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানা গেছে।

এর আগে গতকাল বুধবার (১২ আগস্ট) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় দুদকের প্রধান কার্যালয়ে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে একটি দল সকাল ১০টা থেকে প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করে ডা. আবুল কালাম আজাদকে।

ওইদিন একই অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক পরিচালক ডা. মো. আমিনুল হাসান, উপপরিচালক মো. ইউনুস আলী, ডা. মো. শফিউর রহমান ও গবেষণা কর্মকর্তা ডা. মো. দিদারুল ইসলামকে।

গত ২১ জুলাই বিতর্ক আর সমালোচনার মুখে পদত্যাগ করেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক (ডিজি) অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে গিয়ে জনপ্রশাসন সচিবের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি।

অধ্যাপক ডা. দ্বীন মোহাম্মদ নুরুল হক অবসরে যাওয়ার পর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পান অধ্যাপক ডা. আবুল কালাম আজাদ। স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের দায়িত্ব পাওয়ার পর তাঁর মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে তাঁকে আরো দুই বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়া হয়।

বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক নিজে উদ্যোগী হয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালককে এ নিয়োগ দেন। কিন্তু চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ দেওয়ার পরই তাঁর বিরুদ্ধে চরম দায়িত্ব ও কর্তব্যে অবহেলা শৈথিল্য, পক্ষপাত এবং নানা রকম দুর্নীতির অভিযোগ ওঠে। এসব অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য গত ৬ আগস্ট দুদকের প্রধান কার্যালয় থেকে পাঠানো একটি চিঠিতে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক আবুল কালাম আজাদকে তলব করা হয়।

সূত্র- কালের কন্ঠ

সাবেক প্রধান বিচারপতি এসকে সিনহার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি

ফারমার্স ব্যাংকে ঋণ জালিয়াতির মামলায় সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা হয়েছে।

বিচারপতি সিনহা বাদে মামলার অপর আসামিরা হলেন ফারমার্স ব্যাংকের (বর্তমানে পদ্মা ব্যাংক) অডিট কমিটির চেয়ারম্যান মাহবুবুল হক চিশতী ওরফে বাবুল চিশতী, সাবেক এমডি এ কে এম শামীম, সাবেক এসইভিপি গাজী সালাহউদ্দিন, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বপন কুমার রায়, ফার্স্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট সাফিউদ্দিন আসকারী, ভাইস প্রেসিডেন্ট মো. লুৎফুল হক, টাঙ্গাইলের বাসিন্দা মো. শাহজাহান, একই এলাকার নিরঞ্জন চন্দ্র সাহা, রনজিৎ চন্দ্র সাহা ও তার স্ত্রী সান্ত্রী রায়।

বিচারপতি সিনহা গত দুই বছর ধরে অবস্থান করছেন যুক্তরাষ্ট্রে। আসামিদের মধ্যে কেবল বাবুল চিশতী অন্য মামলায় কারাগারে আছেন। ঋণ জালিয়াতির এই মামলায় এখনও তাকে গ্রেফতার দেখানো হয়নি বলে আদালত তার বিরুদ্ধেও পরোয়ানা জারির আদেশ দিয়েছে। রীতি অনুযায়ী তা এখন হাজতি পরোয়ানা হিসেবে গণ্য হবে।
চলতি বছরের ১০ জুলাই সিনহাসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে মামলা করেন দুদকের

পরিচালক সৈয়দ ইকবাল হোসেন।

সূত্র- বিডি প্রতিদিন

বারাদিতে বিএনপি নেতা শাজাহানের ইন্তেকাল, জেলা বিএনপ ‘র শোক

মেহেরপুর সদর উপজেলার জুগিন্দা গ্রামের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও জেলা বিএনপির নেতা শাহজাহান সাহান মিয়া আজ সকাল ৬ টা ৩০ মিনিটে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়াইন্নইলাহি রাজিউন)।

মৃত্যু কালে তার বয়স হয়েছিল ৬০ বছর। তিনি জুগিন্দা গ্রামের মৃত সিরাত মালিথার ছেলে।

জুগিন্দা গ্রামের পল্লী চিকিৎসক আকালি জানান, ভোর বেলার দিকে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে মেহেরপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর পরই চিকিৎসারত অবস্থায় মৃত্যু বরন করেন।

তিনি স্ত্রী, ৪ সন্তান সহ অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে যান।

শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি মাসুদ অরুন ও সিনিয়র সহ-সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন শোক প্রকাশ করেন।

তারা বলেন, আমরা গভীরভাবে শোকাহত, মর্মাহত। শাজাহান এর মৃত্যুতে মেহেরপুর জেলা বিএনপি পরিবার হারালো একজন অত্যন্ত দায়িত্বশীল এবং সাংগঠনিক নেতাকে।

যোহরের নামাজ পর মরহুমের জানাযা নামাজ অনুষ্ঠিত হবে বলে পরিবার সূত্রে জানাযায়।

বাবা বিচারক, মেয়ে প্রতিযোগীতায় প্রথম!

সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রতিভাময়ী প্রতিযোগী হলেও তার বাবা শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তী বিচারকের ভুমিকায় দায়িত্ব পালন করে প্রতিযোগীতাকে প্রশ্নের মুখে ঠেলে দিয়েছেন। তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। মেয়ে সাগ্নিকা চক্রবর্তী মেহেরপুর সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ১০ম শ্রেণীর ছাত্রী।

তবে বিভিন্ন সাংস্কৃতিকজনরা অভিমত প্রকাশ করে বলেন, এ ধরণের কোন বিধি না থাকলেও এটি পুরাতন প্রথা হয়ে আসছে। সন্তান প্রতিযোগী থাকলে সেখানে বাবা- মায়েরা সাধারণত বিচারক হন না, হওয়া উচিতও না।

সাগ্নিকা চক্রবর্তী খ গ্রুপের আবৃতি ও সংগীত বিভাগে প্রথম স্থান অর্জন করেছে। প্রথম স্থান অর্জন করার মত যোগ্যতা সাগ্নিকা চক্রবর্তীর থাকলেও বাবা বিচারক হওয়ায় অন্য অভিভাবকরা বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলেছেন।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে উপজেলা পর্যায়ে ভার্চুয়াল কনফারেন্সে ৭ মার্চের ভাষন, কবিতা আবৃতি ও সংগীত প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

প্রতিযোগীতায় ক গ্রুপে প্রথম থেকে ৭ম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫ জন এবং খ গ্রুপে ৮ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত ২৩ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতা শেষে উপজেলা পর্যায়ের ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

খ গ্রুপের আবৃতিতে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রথম, মাইশা ফারজানা ঐশি দ্বিতীয়, অনিমা শর্মিলা তৃতীয়, সংগীতে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রথম, মাইশা ফারজানা ঐশি দ্বিতীয়, মো: জারিফ তৃতীয়, ৭ মার্চের ভাষণে মাইশা ফারজানা ঐশি প্রথম, আব্দুল্লাহ আল মাহি দ্বিতীয়, তানজিফ রহমান অর্পন তৃতীয়।

ক গ্রুপের ৭ মার্চের ভাষণে সাজিদ প্রথম, স্বপ্নীল দ্বিতীয়, মাসুদ

রানা তৃতীয়, কবিতা আবৃতিতে রাইনা রওনব প্রথম, ইলিন আনজুম দ্বিতীয়, ফাতেমা তাজিন জোহা তৃতীয়, সংগীতে পৌলমী প্রথম, ফাতেমা তাজিন জোহা দ্বিতীয়, ইলিন আনজুম তৃতীয়।

বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন সীমান্ত মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তী, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা মিলন কুমার দাস, বামনপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ফৌজিয়া আফরোজ তুলি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক অভিভাবক অভিযোগ করে জানান, সন্তান প্রতিযোগী আর বাবা বিচারক থাকলে অন্য বিচারকরাও সেক্ষেত্রে প্রভাবিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। ফলে এ ধরণের প্রতিযোগীতার ক্ষেত্রে বিচারক নির্ধারণ জরুরী। এ প্রতিযোগীতার ফলাফল কখনো নিরপেক্ষ হতে পারে না।

উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা আপিল উদ্দিন জানান, এক্ষেত্রে বাবা যদি বিচারক হন তাহলে ওই সময় তিনি মূল্যায়ন করবেন না । এভাবেই সাধারণত করা হয়ে থাকে। তাছাড়া এটি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মহোদয়ের কার্যালয় থেকে করা হয়েছে আমরা শুধু দাযিত্ব পালন করেছি।

জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সাধারণ সম্পাদক সাইদুর রহমান বলেন, মেয়ে প্রতিযোগী হওয়ায় শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তীর উচিত ছিল বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন না করা। এটা তার উচিত হয়নি। তবে সাগ্নিকা চক্রবর্তী প্রতিভাময়ী প্রতিযোগী।

মেহেরপুর সরকারি কলেজের সহযোগী অধ্যাপক আবদুল্লাহ আল আমিন জানান, সন্তান প্রতিযোগী হলে বাবা-মা বিচারক হতে পারবেন না এটা কাষ্টমস বা প্রথা। এটা বিধি না হলেও বাবা- মায়ের উচিত নয় এ ধরণের দায়িত্ব পালন করা । এক্ষেত্রে শ্বাশত নিপ্পন চক্রবর্তীর বিচারকের দায়িত্ব পালন না করা উচিত ছিল।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মো: মাসুদুল আলম বলেন, প্রতিযাগীতার বিচারক হিসেবে আমরা বিষয়ের সাথে সামঞ্জস্য রেখে নির্ধারণ করেছিলাম। সেক্ষেত্রে শ্বাশত নিপ্প্নন চক্রবর্তী শিল্পকলার আবৃত্তি শিক্ষক। আমরা তাঁকে রেখেছি। কিন্তু তাঁর মেয়ে প্রতিযোগী ছিল এ বিষয়ে তিনি জানাননি।

গাংনী পৌর মেয়রের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবির অভিযোগ ৩ ব্যবসায়ীর

মেহেরপুরের গাংনী চাল পট্টিতে পৌরসভার তত্বাবধায়নে মার্কেট নির্মান কাজ বন্ধ করেছে দিয়েছে প্রশাসন। সরকারী অনুমোদন না থাকার কারনে বুধবার সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান উপস্থিত হয়ে মার্কেট নির্মান কাজ বন্দের নির্দেশনা দেন।

এদিকে গাংনী পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে ১৫ লাখ টাকা চাঁদাদাবি ও দোকান উচ্ছেদের অভিযোগে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের কাছে ৩জন ভুক্তভুগী লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে।

মো: জহুরুল ইসলাম ঝন্টু নামের এক হোটেল ব্যবসায়ী জেলা প্রশাসকের কাছে লিখিত অভিযোগে বলেছেন,মেয়র আশরাফুল ইসলাম তার কাছে ৫ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করেছে চাঁদার টাকা না দেওয়ার কারনে দোকান উচ্ছেদ করার হুমকি দিচ্ছে।

একই অভিযোগ করেছেন আলিউল ও নাজমুল হোসেন নামের দুজন ব্যবসায়ী। (লিখিত অভিযোগ গ্রহনে জেলা প্রশসক কার্যালয়ের মহর যুক্ত অভিযোগ এ প্রতিবেদকের কাছে রয়েছে তবে ঘটনাস্থলে অভিযোগকারীদের না পাওয়ায় সরাসরি তাদের বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি)।

সহকারী কমিশনার ভুমি মো: ইয়ানুর রহমান জানান, নির্মাণ কাজের বিষয়ে সরকারী কোন অনুমোদন ও জেলা প্রশাসন অবগত নয়। একারনে আপাতত কাজ বন্ধ রাখতে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। জমি যদি পৌরসভার হয় কিংবা বৈধ কাগজপত্র থাকে তাহলে জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুযায়ী পরবর্তী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম বলেন, এখানে দীর্ঘদিন যাবৎ সরকারি জমি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছে সেই জমি দখল মুক্ত করে ৩ তলা মার্কেট নির্মান করা হবে। মার্কেট সরকারী জমি থেকে উচ্ছেদ ও নির্মান কাজ বন্ধ রাখার ষড়যন্ত্র হিসেবে চাঁদাবাজির মিথ্যা অভিযোগ করা

হয়েছে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের সাথে আলোচনা করে পরবর্তিতে কাজ শুরু করা হবে।

পৌরসভা কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, কুষ্টিয়া মজমপুরের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান মেসার্স রোমানা কন্সট্রাকশন ১ কোটি সাড়ে ১২ লাখ টাকা চুক্তিতে এ কাজটি বাস্তবায়ন করবে।

এ বিষয়ে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারন সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা চেয়ারম্যান এম এ খালেক বলেন, ইতোপূর্বে জবর দখল করে মার্কেট নির্মান কাজ করতে চেয়েছিলো এ কারনে বাধা দিয়েছিলাম।

পৌর মেয়র আশরাফুল ইসলাম জানিয়েছে সে সরকারী বিধি মোতাবেক কাগজপত্র ঠিক করে কাজ শুরু করেছে। সরকারী বিধি কিংবা বৈধ কোন কাগজপত্র আপনি কি দেখেছেন জানতে চাইলে তিনি এ প্রসঙ্গে এড়িয়ে যান এবং তিনি বলেন কাগজ ঠিক না থাকলে আবারো কাজ বন্ধ করা হবে।

গাংনী বাজার কমিটির সভাপতি মাহবুবুর রহমান স্বপনের ব্যবহৃত মোবাইল ফোনে কল দেয়া হলে তিনি রিসিভ না করায় তার বক্তব্য জানা সম্ভব হয়নি।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ মুনসুর আলম খান বলেন, সরকারি জায়গায় যে কোন স্থাপনা নির্মাণ করতে হলে সরকারকে অবগত করতে হবে।

গাংনী চাল পট্টিতে মার্কেট নির্মাণ বিষয়ে কিছু জানিনা একারনে স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে আপাতত কাজটি স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যাচাই বাছাই শেষে পরবর্তী কার্যক্রম নেয়া হবে। অভিযোগ দায়ের প্রসঙ্গে তিনি বলেন,লিখিত অভিযোগটি এখন পর্যন্ত তার কাছে আসেনি। অভিযোগটি ডাক ফাইলে থাকতে পারে। অভিযোগ হাতে পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেয়া হবে।

[redacted]

[redacted]

দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনা পৌরসভায় বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ বিতরণ করা হয়েছে। মোট ১১৮ জন বয়স্ক, বিধবা ও প্রতিবন্ধীদের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

গতকাল বুধবার সকাল ১১ টায় দর্শনা পৌরসভায় সুবিধা বঞ্চিত মানুষের মাঝে বই ও টাকা বিতরণ করা হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, চুয়াডাঙ্গা জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক মাহফুজুর রহমান মনজু, দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, দর্শনা পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান, দর্শনা প্যানেল মেয়র রবিউল হক সুমন এবং দর্শনা ঈশ্বরচন্দ্রপুরের ০৯নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর মঈন উদ্দীন আহম্মেদ মন্টু সহ বিভিন্ন শ্রেনি পেশার মানুষ।

অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মতিয়ার রহমান বলেন, করোনা ভাইরাস পুরো বিশ্বকে সংক্রম করে অনেক পিছিয়ে দিয়েছে। ফলে অনেকেই মানবতার জীবনযাপন করছে কিন্তু বর্তমান সরকারের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গরীব ও অসহায় মানুষের পাশে থেকে কাজ করে যাচ্ছে, এজন্য আপনারা স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলুন এবং সরকারের দেওয়া পরামর্শ মেনে চলুন তাহলে আমরা এই মহামারি করোনা ভাইরাস রোধ করে আবার স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসতে পারবো।

সেই সময় জেলা পরিষদের সাবেক প্রশাসক জনাব মাহফুজুর রহমান মঞ্জু সকলকে অনুরোধ করেন আপনারা প্রয়োজন ছাড়া বাহিরে বাইরে বের হবেন না। নিজে সচেতন হোন এবং অন্যকে সচেতন করুন।

অনিয়মই নিয়ম সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের

আলমডাঙ্গা সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের অনিয়মিত অফিস করা ও দুর্নীতি বন্ধে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন ও নির্বাহী অফিসার লিটন আলীর দেওয়া আল্টিমেটাম উপেক্ষিত হয়েছে।

মামুন বাবর সরকারি নিয়মানুযায়ী অফিসে না এসে বুধবারও দুপুর ১ টা ১০ মিনিটে অফিসে ঢোকেন। অফিসে ঢুকেই তিনি সাংবাদিকদের গালিগালাজ করেন এবং এক হাত নেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারের বিরুদ্ধেও। তিনি টেবিল চাপড়িয়ে উচ্চস্বরে বলতে থাকেন, ‘উপজেলা চেয়ারম্যান ও ইউএনও‘র কাবিখা নিয়ে তো আমরা কথা বলি না।’

আলমডাঙ্গার সর্বোচ্চ দুই কর্মকর্তার পক্ষ থেকে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে নিয়ম করে সময় মত অফিস করতে আল্টিমেটাম দেওয়ার পর তিনি তাদের ওপর বেজায় রেগে যান। কেউ তাকে কিছু করতে পারবে না বলেও পাল্টা হুমকি দেন।

প্রশ্ন উঠেছে, কোথায় তার ক্ষমতা? কেন তিনি সকালের অফিসে বিকেলে আসেন? আর প্রকাশ্যে কিভাবে দুর্নীতির টাকার ব্যাগ গুছিয়ে তিনি অফিস ছাড়েন? আলমডাঙ্গার মানুষ দেখেও কেন না দেখার ভান করে থাকেন? আর কেনই বা উপজেলা চেয়ারম্যান ও নির্বাহী অফিসারও তাকে নিয়মের ভেতরে আনতে পারছেন না? এরকম অনেক প্রশ্ন মানুষের মাথায় মাথায় ঘুরছে।

কিন্ত হাজারো বার মাথা খাটিয়েও এর কোন সদুত্তোর কেউ খুঁজে পাচ্ছেন না। তবে একটা বিষয় সবাই একবাক্যে মেনে নিচ্ছেন, আর তা হল মামুন বাবরের হাত অনেক লম্বা। তার লম্বা হাত সরকারি কোন সংস্থাই ছুঁতে পারছে না।

সূত্র মতে, সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের হুমকি-ধামকিতে অফিসের সবাই থাকেন ভয়ে ভয়ে। বেশী ভয়ে জড়োসড়ো হয়ে থাকেন দলিল লেখকরা। দলিল লেখকদের কেউ একটু বিরাগভাজন হলেই তার দলিল রেজিস্ট্রি বন্ধ হয়ে যায়। লাইসেন্স বাতিলেরও হুমকি দেওয়া হয়। এই হুমকি অনেক সময় দলিল লেখকদের জীবনেরও হুমকি হয়ে দাঁড়ায়।

সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতার এসব কথা ছড়িয়ে

লেখকদের ওপর রীতিমত স্টিমরোলার চালান।

সূত্র জানায়, বছর দুয়েক আগে চরম স্বেচ্চাচারিতা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে দলিল লেখকরা মামুন বাবরের অপসারনের দাবিতে একটি আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। এতে অচালাবস্থা দেখা দেয় সাব রেজিস্ট্রি অফিসে। কিন্ত মামুন বাবরের ক্ষমতার হাত দীর্ঘ হওয়ায় তাকে কেউ টলাতে পারেনি। তিনি জেকে বসেন অফিসে। এরপর থেকে তার স্বেচ্ছাচারিতা শতগুন বেড়ে যায়।

তিনি অফিসের কয়েকজন অনুগতকে সাথে নিয়ে বিরাগভাজনদের ওপর স্টিমরোলার চালাতে থাকেন। কোনদিন অফিসে আসেন আবার কোনদিন অফিসে আসেন না। গ্রাম থেকে আসা শত শত নারী-পুরুষ দিনভর অপেক্ষা করে করে শেষ পর্যন্ত বাড়ি ফিরে যান। তিনি কারও কাছে জবাবদিহি করতে রাজি নন। মামুন বাবরের স্বেচ্ছাচারিতা নিয়ে শহরময় আলোচনা হতে থাকে। মামুন বাবরের অদৃশ্য শক্তির কাছে সবাই নত স্বীকার করতে থাকে। দিনের পর দিন চলতে থাকে এভাবেই।

আপনার দেওয়া আল্টিমেটামের পরেও মামুন বাবর বুধবার ১টা ১০ মিনিটে অফিসে আসেন জানালে উপজেলা চেয়ারম্যান আইয়ুব হোসেন বলেন, তার ক্ষমতার হাত কতবড় লম্বা সেটা আমরা দেখব। তিনি বলেন, মামুন বাবর জানেন না, সবচেয়ে হাত বড় এদেশের জনগণের।

এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী বলেন, আমরা সরকারি আইনানুযায়ী সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরকে অফিসে উপস্থিত হওয়ার ব্যাপারে সচেতন হতে বলেছিলাম। তিনি শোনেন নি। এখন আইনানুযায়ী তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এ ব্যাপারে সাব-রেজিস্ট্রার মামুন বাবরের মোবাইলে একাধিকবার ফোন করলেও তিনি মোবাইল রিসিভ করেননি।

আলমডাঙ্গায় করোনায় এক নারীর

মৃত্যু

আলমডাঙ্গায় আরও একজন করোনাভাইরাসে মারা গেছেন।

বুধবার বেলা ১১ টার দিকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের করোনা ইউনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি নিহত হন। বুধবার বিকেলে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম কবরস্থানে সরকারী নিয়মানুযায়ী তাকে দাফন করা হয়।

আলমডাঙ্গা উপজেলা স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডাক্তার হাদি জিয়াউদ্দিন আহমেদ বলেন, করোনা উপসর্গ দেখা দিলে রুমু বেগমের নমূনা সংগ্রহ করে কুষ্টিয়া পিসিআর ল্যাবে পাঠানো হয়। গত ৮ তারিখে তার রেজাল্ট পজিটিভ আসে। তিনি করোনায় আক্রান্ত হয়ে বুধবার মারা যান।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গার উসমানপুর-প্রাগপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও থানাপাড়ার বাসিন্দা আব্দুল গনির স্ত্রী রুমু বেগম (৪২) দীর্ঘদিন ধরে নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছিলেন। সম্প্রতি তার জ্বর ও শ্বাসকষ্টও বহুগুনে বেড়ে যায়।

নমূনা নেওয়া হলে গত ৮ আগস্ট রুমু বেগমের পজিটিভ রেজাল্ট আসে। তাকে গত পরশু চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। একই সাথে আব্দুল গনি মাস্টারের মা ও ছেলেও করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তারা চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বুধবার বিকেল ৪ টার দিকে আলমডাঙ্গা দারুস সালাম ঈদগাহ ময়দানে স্বল্প পরিসরে রুমু বেগমের জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর ইসলামী ফাউন্ডেশনের আলমডাঙ্গার সভাপতি মৌলানা ওমর ফারুকের নেতৃত্বে দারুস সালাম গোরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন থানার এসআই হাসনাইন।

মেহেরপুরে জাতীয় শোক দিবস পালনে প্রস্তুতি সভা

মেহেরপুর জেলা পরিষদের উদ্যোগে জাতীয় শোক দিবস ও স্বাধীনতার মহান স্থপতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার দুপুরে জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী গোলাম রসুলের সভাপতিত্বে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

এ সময় তিনি বলেন জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ৪৫ তম শাহাদাত বার্ষিকী পালন উপলক্ষে ওই দিন জেলা পরিষদের উদ্যোগে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করা হবে। যেগুলোর মধ্যে থাকবে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ, স্বল্প পরিসরে অনলাইনে আলোচনা সভা ও জোহরের নামাজের পর উপজেলার সকল মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হবে।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের সদস্য নার্গিস আরা, শাহানা ইসলাম সান্তনা, ইমতিয়াজ আহমেদ, আব্দুল কুদ্দুস প্রমুখ।